সংবাদ

28 MAR 2016

সোচ্চার : সারা দেশ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করে দিয়েছে। সেনানিবাসের মতো সুরক্ষিত জায়গায় একজন সেনা কর্মচারীর মেয়ের এ করুণ পরিণতি মেনে নেয়া যায় না। তিনি আশা প্রকাশ করেন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে অভিযুক্ত অপরাধীদের শনাক্ত করে গ্রেফতার ও বিচারের আওতায় নিয়ে আসা হবে। তিনি ধর্ষণের বিরুদ্ধে পরিবার-সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্মিলিত প্রাতিষ্ঠানিক এবং গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। ঢাকা মহানগর জাসদের সমন্বয়ক মীর হোসাইন আখতারের সভাপতিত্বে সমাবেশে সংগঠনের নেতারা বক্তব্য রাখেন।

গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে ঢাকাস্থ বৃহত্তর কুমিল্লাবাসী আয়োজিত মানববন্ধনে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন তনু হত্যার ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে তদন্ত কমিটির দাবি জানান তিনি।

গতকাল সকালে আশুলিয়া প্রেসক্লাবের সামনে সাভার উপজেলার আটটি কলেজের চার শতাধিক শিক্ষার্থী 'এন্টি হ্যারেজমেন্ট স্টুডেন্টস এ্যালায়েন্স' ব্যানারে তনু হত্যার প্রতিবাদে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে। শিক্ষার্থীরা অবিলম্বে তনুর ধর্ষণ পরবর্তী হত্যার সুস্পষ্ট তদন্ত, হত্যাকারীদের সর্বোচ্চ শাস্তি দাবি করেন। তারা বলেন, প্রতিটি ধর্ষকের শাস্তি হোক একমাত্র মৃত্যুদণ্ড। তারা দশ দিনব্যাপী গণস্বাক্ষর কর্মসূচির ঘোষণা দেন। গণস্বাক্ষর কর্মসূচি বিষয়ক পরবর্তী ঘোষণা সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে জানানো হবে বলে জানানো হয়।

সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে তৃণমূল নারী উদ্যোক্তা সোসাইটি (গ্রাসরুটস) আয়োজিত এক প্রতিবাদ মিছিল ও সভায় বক্তারা বলেন, যদি হত্যাকারীকে গ্রেফতার করা না হয় তাহলে সারাদেশে তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তোলা হবে। সভায় ৩১ মার্চের মধ্যে প্রকৃত অপরাধী গ্রেফতার না হলে আগামী পহেলা এপ্রিল সারাদেশে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার ঘোষণা দেয়া হয়।

কুমিল্লা প্রতিনিধি জানান, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজছাত্রী ও নাট্যকর্মী সোহাগী জাহান তনু হত্যাকারীদের শনাক্ত ও গ্রেফতার করে বিচারের দাবিতে বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা রোববার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করে। এতে মহাসড়কের প্রায় ৪০ কিলোমিটার এলাকায় দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। কুমিল্লার জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার অবরোধস্থলে গিয়ে ৭ দিনের মধ্যে তনু হত্যাকারীদের গ্রেফতারের আশ্বাস দিলে ৩ ঘণ্টা পর বেলা ২টার দিকে অবরোধ তুলে নেয় প্রতিবাদীরা। এছাড়া ছাত্র-জনতার বিক্ষোভে মহাসড়কের কুমিল্লা অংশ উত্তাল হয়ে ওঠে। এদিকে আগামী ৩০ মার্চ সারাদেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একাডেমিক কার্যক্রম বন্ধ রেখে দুপুর ১২টা থেকে ১টা পর্যন্ত ১ ঘণ্টা মানববন্ধন কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দিয়েছে গণজাগরণ মঞ্চের মুখপাত্র ডা. ইমরান এইচ সরকার। জানা গেছে, কুমিল্লা সেনানিবাস এলাকায় কলেজ ছাত্রী ও নাট্যকর্মী সোহাগী জাহান তনু হত্যাকারীদের শনাক্ত ও গ্রেফতারসহ বিচার দাবিতে রোবব-ার বেলা সাড়ে ১০টার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লার আদর্শ সদর উপজেলার নন্দনপুর এলাকায় জড়ো হয় কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, ভিক্টোরিয়া কলেজ, কুমিল্লাস্থ মুরাদনগর ছাত্রকল্যাণ পরিষদ, বাছিক শিল্প চর্চা কেন্দ্র, বন্ধু মহলসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ছাড়াও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের কয়েক হাজার ছাত্র-জনতা ও বিভি-ন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা। একপর্যায়ে বেলা ১১টার দিকে বিক্ষুব্ধরা মহাসড়কের নন্দনপুর এলাকায় অবরোধ সৃষ্টি করে রাস্তায় টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ শুরু করে। এতে মহাসড়কের অবরোধস্থলের উভয়দিকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার অংশে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। এসময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে যান সদর দক্ষিণ মডেল থানার ওসি প্রশান্ত পালসহ হাইওয়ে পুলিশের কর্মকর্তারা। পরে অবরোধস্থলে পৌছেন কুমিল্লা সদর আসনের এমপি হাজী আ.ক.ম বাহাউদ্দিন বাহার, কুমিল্লার জেলা প্রশাসক মো. হাসানুজ্জামান কল্লোল, পুলিশ সুপার মো. শাহ আবিদ হোসেন, হাইওয়ে পূর্বাঞ্চলের পুলিশ সুপার রেজাউল করিমসহ প্রশাসনের কর্মকর্তারা। এ সময় তারা অবরোধকারীদের সঙ্গে একাধিকবার আলোচনা করে অবরোধ প্রত্যাহারের আহবান জানান। পরে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার অবরোধস্থলে তনুর ঘাতকদের আগামী ৭ দিনের মধ্যে গ্রেফতার করার [illegible] ৩ ঘণ্টা পর দুপুর ২টার দিকে প্রতিবাদীরা অবরোধ [illegible] নেয়। এতে দুপুর ২টার পর থেকে ধীরে ধীরে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়ে আসে। এদিকে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ও জেলা ডিবি'র ওসি একেএম মনজুর আলম বলেন, তদন্তের দায়িত্ব পাওয়ার পর তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। কিছু আলামতের ভিত্তিতে তদন্ত চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে এ হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্ঘাটনে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

বিকালে কুমিল্লা মহানগরীর কান্দিরপাড় পূবালী চত্বরে তনুর ধর্ষক ও খুনিদের ফাঁসির দাবিতে গণজাগরণ মঞ্চ আয়োজিত বিশাল বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন গণজাগরণ মঞ্চের মুখপাত্র ডা. ইমরান এইচ সরকার। তিনি বলেন, অন্যায়ের সাথে কেউ আপস করবেন না। তনুর হত্যাকারীদের ফাঁসি না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে, আমরা ঘরে ফিরব না। তনু আমাদের বোন, তনু হত্যার বিচার হলে বাংলাদেশে নারী হত্যা ও ধর্ষণ বন্ধ হবে। তনু হত্যাকারীদের বিচারের মধ্য দিয়ে কুমিল্লার মানুষের বিজয় হলে তা হবে বাংলাদেশের ১৬ কোটি মানুষের বিজয়। তনুর ধর্ষণ-হত্যাকারীরা যতোই প্রভাবশালী হোক না কেন তাদেরকে আইনের আওতায় এনে বিচার করতে হবে। আমরা প্রত্যাশা করবো দেশের বুদ্ধিজীবী ও গণমাধ্যম আপসহীনভাবে এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন। গণজাগরণ মঞ্চ কুমিল্লার সংগঠক খায়রুল আনাম রায়হানের সভাপতিত্বে ওই বিক্ষোভ সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি লাকী আক্তার, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সভাপতি ইমরুল হাবিব ইমনসহ গণজাগরণ মঞ্চের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক আবুল কাশেম হৃদয় ও স্থানীয় গণজাগরণ মঞ্চ ও বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। ডা. ইমরান এইচ সরকার আরও বলেন, দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে দেশ স্বাধীন করেছে। দেশের বাইরেও বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর সুনাম রয়েছে। আমরা চাই তনু হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে সেনাবাহিনী সিভিল প্রশাসনকে সহায়তা করবে এবং এ হত্যাকাণ্ড নিয়ে খুনিদের সাথে সেনাবাহিনী জিরো টলারেন্স দেখাবে। তিনি বলেন, ব্যাংক লুটের ঘটনার পরপর তনু হত্যা এটি কি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। না রিজার্ভ লুটের ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার জন্য পরিকল্পিত ঘটনা। যারা ব্যাংক লুট করেছেন তনু হত্যাকাণ্ডের পর তাদের মুখে মুচকি হাসি। আমরা বলতে চাই, বাংলাদেশের মানুষ ব্যাংক লুটেরাদের ভুলে যায়নি। তনু হত্যাসহ সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। যতই বৈপরিত্য থাকুক না কেন জাতীয় ইস্যুতে সকলকে এক থাকতে হবে। তিনি আরও বলেন, ১৯৯৫ সালে দিনাজপুরে ইয়াসমিন ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ধর্ষকদের ফাঁসির দাবিতে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করেছেন। আমরা চাই তনু ধর্ষণ ও হত্যাকারীদের ফাঁসির দাবিতেও তিনি আমাদের সাথেই থাকবেন। সমাবেশে তিনি আগামী ৩০ মার্চ দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দুপুর ১২টা থেকে ১টা পর্যন্ত এক ঘণ্টা শ্রেণি কার্যক্রম বন্ধ রেখে স্ব-স্ব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সামনে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন করার জন্য কর্মসূচি ঘোষণা করেন এবং আইন করে ধর্ষকের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড করার জন্য সরকারের নিকট দাবি জানান। এর আগে ডা. ইমরান এইচ সরকার ঢাকার শাহবাগ থেকে গণজাগরণ মঞ্চের রোডমার্চ কুমিল্লায় আসার পথে মহাসড়কের চট্টগ্রাম রোড, কাচপুর ব্রিজ এলাকা, কুমিল্লার দাউদকান্দি, গৌরীপুর, চান্দিনা, নিমসার বাজার ও ময়নামতি এলাকায় পথসভা করেন। এতে পথে পথে বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের হাজারো প্রতিবাদী জনতার সমাগম ঘটে। উল্লেখ্য, গত ২০ মার্চ রাতে কুমিল্লা সেনানিবাসের বাসার অদূরে দুর্বৃত্তদের হাতে খুন হন ক্যান্টনবোর্ডের অফিস সহকারী ইয়ার হোসেনের মেয়ে কলেজ ছাত্রী-নাট্যকর্মী তনু। ঘটনার ৭ দিন অতিবাহিত হলেও এ হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িতদের গ্রেফতার বা রহস্য উদ্ঘাটন না হওয়ায় কুমিল্লাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ অব্যাহত রয়েছে।

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি জানান, তনু হত্যার বিচারের দাবিতে নারায়ণগঞ্জে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে বক্তারা বলেছেন, দেশের নিরাপত্তার সর্বোচ্চ স্থান হিসেবে আমরা মনে করি সেনা-নিবাস। সেখানে ধর্ষনের পর হত্যার ঘটনা ঘটেছে। সাধারণ মানুষের বুঝতে অসুবিধা হয় না অপরাধী কারা। যারা একটি মেয়ের নিরাপত্তা দিতে পারে না দেশের নিরাপত্তা কিভাবে দেবে? তনুকে ধর্ষণ হত্যার এক সপ্তাহ পরেও অপরাধীরা গ্রেফতার হয়নি। সরকার যদি প্রয়োজন মনে করে তা হলে রাজন হত্যার বিচারের মতো তিন মাসেই বিচার করতে পারে। আর সরকার যদি প্রয়োজন মনে না করে তাহলে ত্বকীর মতো তিন বছরেও কোন হত্যার বিচার হয় না। আমরা চাই তনুকে যে-ই হত্যা করে থাকুক না কেন সরকার দ্রুত তার বিচার করে শাস্তির ব্যবস্থা করবে।

রোববার বিকেলে নারায়ণগঞ্জ প্রেসক্লাবের সামনে উন্মেষ সাংস্কৃতিক সংসদ আয়োজিত মানববন্ধনে নারায়ণগঞ্জ সাংস্কৃতিক জোটের সাবেক সভাপতি ভবানী শংকর রায় একথা বলেন। এ মানববন্ধনে উন্মেষ এর সভাপতি প্রদীপ ঘোষ বাবুর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন নারায়ণগঞ্জ সাংস্কৃতিক জোটের সহ-সভাপতি মনি সুপান্থ, সাধারণ সম্পাদক ধীমান সাহা জুয়েল, শ্রুতি সাংস্কৃতিক একাডেমির নীতিনির্ধারণী সদস্য রনজিত কুমার, সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন এর সেলিম ভূইয়া, খেলাঘর নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ফারুক মহসিন, একতা খেলাঘর আসর এর সুদীপ রায়।

নরসিংদী প্রতিনিধি জানান, ভিক্টোরিয়া কলেজের মেধাবী ছাত্রী ও নাট্যশিল্পী সোহাগী জাহান তনু হত্যাকারীদের বিচারের দাবিতে গতকাল নরসিংদীতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে নরসিংদীবাসী। সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত নরসিংদী প্রেসক্লাবের সামনে এ মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়।

মানববন্ধনে ইত্তেফাক পাঠক ফোরাম, রোটারেক্ট ক্লাব অব নরসিংদী, ফেসবুকভিত্তিক সংগঠন হৃদয়ে আমার [illegible] নরসিংদী সরকারি [illegible] শাখা ছাত্রদল ও [illegible] সামাজিক সংগঠন [illegible] সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের কর্মীরা এ মানববন্ধনে অংশ করে। মানববন্ধনে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন, নরসিংদী সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ ও দৈনিক ইত্তেফাক পাঠক ফোরাম নরসিংদী জেলা শাখার উপদেষ্টা প্রফেসর গোলাম মোস্তফা মিয়া, আবদুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজের অধ্যক্ষ ড. মশিউর রহমান মৃধা, নরসিংদী চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি, আবদুল্লাহ আল মামুন, দৈনিক ইত্তেফাক পাঠক ফোরাম নরসিংদী জেলা শাখার সভাপতি রাসেল বিন হাসনাত, হৃদয়ে আমার নরসিংদী সংগঠনের আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট কাজী নাজমুল ইসলাম, নরসিংদী সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক ফয়সাল মুন্না, রোটারেক্ট ক্লাব অব নরসিংদীর প্রেসিডেন্ট মোশাররফ হোসেন প্রমুখ।

নরসিংদী সরকারি কলেজের সাবেক ও দৈনিক ইত্তেফাক পাঠক ফোরাম নরসিংদী জেলা শাখার উপদেষ্টা প্রফেসর গোলাম মোস্তফা মিয়া বলেন, তনু হত্যার বিচার আজ জাতীয় দাবি। স্বাধীনতার মাসে আমাদের কষ্টের কোন শেষ নেই। অনেক ত্যাগের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। আমরা চাই সামাজিক নিরাপত্তা, শান্তিপূর্ণ সুন্দর পরিবেশ। সেই পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রকে আন্তরিক হতে হবে।